সংবাদ

তারিখ ... 01 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষার জাঁতাকলে শিশু শিক্ষার্থীরা

প্রশান্ত বড়ুয়া

বর্তমান সরকার শিক্ষায় আমূল পরিবর্তনে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ করছে। পরিবর্তন ভালোর জন্য হলেও কিছু সিদ্ধান্তে ভুল থাকার কারণে সমালোচনা পড়তে হচ্ছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক সিঁড়িতে উঠতে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে শিশুদের। তবে পৃথিবীর কোন দেশে পঞ্চম শ্রেণীতে কোন পাবলিক পরীক্ষা নেই। জাতিসংঘ ঘোষিত সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম হলে তাদের শিশু হিসেবে বলা হচ্ছে। এদের কোন বিষয়ে চাপ দেয়া যাবে না। চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা যাবে না। তাহলে এ শিশু বয়সে এক শিক্ষার্থী পর পর তিনবার পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। পর পর পঞ্চম অষ্টম দশম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার জাঁতাকলে শিশু শিক্ষার্থীরা। শিশুকে চাপের মধ্যে রেখে শিক্ষা অর্জন যতটা মেধার বিকাশ হচ্ছে তার চাইতে তাদের মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের দিকটা বেশি হচ্ছে। প্রত্যেক শিশু তার আপন গতি সত্তা নিয়ে শিক্ষা অর্জন করবে।

স্বাধীনতার এতো বছর পরে হলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট একটি কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। দেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিন বই তুলে দেয়া হচ্ছে। একই শিক্ষাপঞ্জি মেনে চলা হচ্ছে। পাশের হার বাড়ছে। ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া মানেই শিক্ষার মান বৃদ্ধি হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কম হয়নি। প্রতিবারের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাসুল গুনতে হয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি বদল থেকে শুরু করে একের পর এক পদ্ধতি চালু করার পর বাতিল হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে নতুন পদ্ধতি। এসব পরীক্ষার বলি হতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষকদের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত বা প্রশিক্ষিত না করেই একের পর এক পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়ার ফলে চাপটা পড়ে শিক্ষার্থীদের ওপর।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত করার সুপারিশ ছিল ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে। সেখানে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার কথা বলা হয়েছিল। আবার এ নীতিতে পঞ্চম শ্রেণী শেষে পাবলিক সমাপনী পরীক্ষার কথা নেই। শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর ছয় বছর পার হলেও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সুপারিশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয়নি। কোন প্রস্তুতি না নিয়ে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা এ বছর থেকেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হচ্ছে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা বছরের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। বাকি আর ছয় মাস। এ ছয় মাসে কী করে পুরো কাজ সম্পাদন সম্ভব হবে? অষ্টম শ্রেণীকে প্রাথমিকের পর্যায়ে আনলে তার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম কী হবে, তা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। নতুন কোনো পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে কিনা তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। হাতে থাকা ছয় মাসে কি একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম তৈরি করে নতুন করে বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্ভব হবে? তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কী আগের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলবে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থী বা অভিভাবকরা কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। আবার অষ্টম শ্রেণী প্রাথমিকের আওতায় আনতে হলে ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেশিরভাগই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের উপযুক্ত কিনা সে প্রশ্নটিও বড় হয়ে দেখা দেবে। অন্যদিকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে অবকাঠামো। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবকাঠামোগত, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণসহ অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড জড়িত। শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ করতে সময়ের প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে।

পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবার অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষা বাতিল করে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়নি মন্ত্রিসভা। ২৭ জুন জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ সফিউল আলম সাংবাদিকদের জানান, যতদিন চূড়ান্ত না হচ্ছে, আগের মতো প্রাথমিক সমাপনী এবং জেএসসি পরীক্ষা চলতে থাকবে।

২০০৯ সালে ৫ম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন হয়। পরের বছর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হয় ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা আর অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে আয়োজন করা হয় জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা। ১৮ মে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে সরকার। এর পর মন্ত্রণালয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শেষবারের মতো এ বছর পঞ্চম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা নেবে। তবে চলতি বছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের দাবি তোলেন অভিভাবকরা। ৮ জুন রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এ দাবিতে মানববন্ধন করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ২১ জুন সচিবালয়ের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) বাতিল হচ্ছে। অভিভাবক মহল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণায়। পাঁচ দিন পর সমাপনী পরীক্ষা দিতে হবে এ সংবাদ শিক্ষার্থী অভিভাবকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে। পরস্পরবিরোধী পাল্টাপাল্টি সিদ্ধান্ত শিশু শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে। হুট করে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা না নেয়ার সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, তা আবার মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে জানানো। এতে করে বোঝা যায় সরকার আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় নেই। সমন্বয় না থাকার ফলে জনগণের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছে গেছে। এতে করে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মধ্যে সরকারে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হবে স্বাভাবিক ভাবে।

পাবলিক পরীক্ষা শিশুদের ওপর চাপ দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে কী? পাবলিক পরীক্ষা শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে প্রতিটি পরীক্ষার আগে। তাতে করে কচিকাঁচা শিশুরা এ অপরাধগুলো দেখছে-শিখছে। স্কুল পর্যায়ে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ করা হতো এখন পাবলিক পরীক্ষায় কম সময়ে ফলাফল দেয়ার ফলে তার দিকে নজর থাকে না। মেধা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকার ফলে লেখাপড়ার গুণগত মান কমতে শুরু করেছে।

এ বছর থেকে কেন পঞ্চম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করা হবে না তা নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট হয়। এ বিষয়ে আদালত রুল-নিশিও জারি করেন। গত বছর ২৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৬৪ জন ছাত্রছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এতে পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ বছর আরও ছাত্রছাত্রী বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পঞ্চম শ্রেণীর সনদটি তেমন কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না। এক কথায় অপ্রয়োজনীয় একটি সনদের জন্য কোমল শিশুকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঘাত করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এ ধরনের জাতীয় পরীক্ষা ভীতির ফলে প্রাথমিকে মাঝপথে ঝরে পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী। দেশের প্রাথমিকে ৮২ হাজার এর মতো শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে কিন্তু বৃত্তির নামে ৩০ লাখের উপরের শিক্ষার্থীদের মানসিক হয়রানি করা কোন যুক্তিতে।

মন্ত্রিসভা অভিমত দেয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী উঠিয়ে দিতে গেলে একটি আইনের প্রয়োজন হবে। আইন না হওয়া পর্যন্ত আগে যে নিয়মে পরীক্ষা হতো, এখনো সেভাবে চলবে। সরকারের হঠাৎ সিদ্ধান্তে ভুলের কারণে বা যাচাই-বাছাই না করে একটি জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করা। সমাপনী পরীক্ষা কেনইবা চালু করা হলো আবার কেন বন্ধের জন্য চিন্তা করছে। মাঝখান থেকে শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকের কষ্ট। জাতীয় সিদ্ধান্তের আগে শিক্ষাবিদদের, বিশেষ করে শিক্ষা নিয়ে ভাবেন– এমন মানুষসহ জনমত যাচাইয়ের গবেষণা-বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণীর পর বৃত্তি চালু রাখতে চাইলে স্কুলগুলোর ওপরই সেই দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এতে করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ১০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাছাই করে বৃত্তি দিতে পারে। সমাপনী পরীক্ষা বহাল রাখার ফলে লাভ হবে কোচিংবাণিজ্যে আর গাইড বই বিক্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের। হবে অভিভাবদের অর্থ অপচয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কোচিং ক্লাসের দৌড়ে থাকবে শিশু শিক্ষার্থীরা। পাবলিক পরীক্ষার জাঁতাকলে শিশু শিক্ষার্থীদের পিষ্ট না করে সরকারকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের চাপিয়ে দেয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের করতে হবে– এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তার জন্য যে অবকাঠামো ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পরীক্ষা নিরীক্ষা নয়, গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে।

[লেখক : কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক]